দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..07 NOV..1986.....
পৃষ্ঠা... ...৮ কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

দাউদকান্দি

॥ জামাল উদ্দীন মোল্লা ॥

দাউদকান্দি কুমিল্লা জেলার বৃহত্তম উপজেলা। ২২টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত এ উপজেলার আয়তন ১৪৫ বর্গমাইল। মোট জনসংখ্যা ৪,১৬,৩৭৯ জন। তার মধ্যে পুরুষ ২,০৮,৬৮৬ জন এবং মহিলার সংখ্যা ২,০৭,৬৯২ জন। প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ২,২৯২ জন। গ্রামের সংখ্যা ৪৮৬টি ও মৌজা ২৮২টি। সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যানুযায়ী জানা গেছে, তদানীন্তন বঙ্গদেশীয় শাসনকর্তা দাউদ কররাণীর নামানুসারে দাউদকান্দি নামকরণ করা হয়। ১৮৫৮ সালে দাউদকান্দি পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৮৩ সালের ১৫ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ থানাকে উপজেলা হিসেবে উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫ ভাগ। সমগ্র উপজেলায় ১টি মহিলা কলেজসহ ৩টি কলেজ, ২৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি বালিকা বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৭১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ২টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ২০টি এবতাদিয়া মাদ্রাসা এবং ৪টি এতিমখানা রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

স্বাস্থ্য

এ উপজেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল এবং ৬টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। উপজেলা হাসপাতালটিতে ওষুধের অভাব, ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস ইত্যাদিসহ নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। দাতব্য চিকিৎসায়গুলোতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনটি অদ্যাবধি না বসানোর কারণে রোগীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, অন্যদিকে একমাত্র এম্বুলেন্সটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে।

কৃষি

এ উপজেলার শতকরা ৭৫ ভাগ লোকই কৃষিজীবী। প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছেঃ ধান, গম, সরিষা, আলু, মরিচ, ডাল ও পাট। মোট জমির পরিমাণ ৯২,৮০০ একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৭০ হাজার একর। মোট আবাদী জমির মধ্যে একফসলী জমির পরিমাণ ৯,৫০০ একর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫৫,৫০০ একর এবং তিনফসলী জমির পরিমাণ ৫,০০০ একর। উপজেলায় মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ৭৪,৫৫৭ টন এবং উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ৬৪,১৭৯ টন। খাদ্য ঘাটতি ১০,৩৭৮ টন।

যাতায়াত ব্যবস্থা

এ উপজেলার যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত। এখানে পুল, কালভার্ট, রাস্তাঘাট নির্মাণের গতি অত্যন্ত মন্থর। পাকা রাস্তা বলতে সড়ক ও জনপথের ২২ মাইল, থানা পরিষদের ৬৪ মাইল এবং ইউনিয়ন পরিষদের ১৭০ মাইল কাঁচা রাস্তা। এ উপজেলায় অসংখ্য ভগ্ন সেতু রয়েছে যা জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করা অত্যাবশ্যক।

হাট-বাজার

এখানে ছোট-বড় ৩০টি হাট-বাজার রয়েছে। তার মধ্যে ৪টি বিখ্যাত বাজার হলো গৌরীপুর, দাউদকান্দি, বাতাকান্দি ও ইলিয়টগঞ্জ। উপজেলার হাট-বাজারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় হলেও হাট-বাজার উন্নয়নের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে প্রতিটি হাট-বাজারে পয়ঃপ্রণালী, সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থা ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ছাড়া ইজারাদারদের ব্যাপক দৌরাত্ম্য নিয়েও অভিযোগ রয়েছে।

ডাক ব্যবস্থা

এ উপজেলায় মোট ৩৯টি ডাকঘর থাকলেও কর্মচারীর অভাবে সুষ্ঠু ডাক ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া অধিকাংশ ডাকঘরগুলো জরাজীর্ণ। এখানে একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে এখানকার টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অসুবিধাগুলো হচ্ছে, অধিকাংশ সময় লাইন বিকল থাকা, কলবুক করে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও লাইন না পাওয়া ইত্যাদি। উপজেলার গুরুত্ব অনুসারে একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হওয়ার দাবী বহুদিনের।

বিদ্যুৎ

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় সমগ্র উপজেলায় বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে। কিন্তু অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে এখানকার আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহক, শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মালিক-কর্মচারী সকলে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। উল্লেখ্য, এখানে ২টি জুট মিল, ৪টি কোল্ড স্টোরেজ ও অসংখ্য ছোট-বড় শিল্প কারখানা রয়েছে।